গাংনীতে দেশীয় অস্ত্র ও গুলিসহ আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের ২ নেতা আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে গুলি ও বিপুল পরিমান দেশীয় অস্ত্রসহ আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের দুই নেতাকে আটক করেছে যৌথ বাহিনি। আজ শনিবার ভোররাতে যৌথ বাহিনির একটি টিম গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করেন।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে ইউনিয়ন যুবলীগের নেতা রাজন আলী (২৯) ও একই গ্রামের মৃত হায়দার আলীর ছেলে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা রাকিবুল ইসলাম (৩৫)। এদের কাছ থেকে ৮ রাউন্ড গুলি, দেশীয় ২৭টি অস্ত্রর মধ্যে ১৬টি ছোট বড় হাসুয়া, একটি কুড়াল, ১টি চাপাতি, ১টি দা, ছুরি ৩ টি, রড ৪ টি ও আঁকড়া ১ টি।

মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের অধিনায়ক লে: কর্ণেল নাবিল আহমেদের নেতৃত্বে যৌথবাহিনির একটি টিম গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে চরগোয়ালগ্রামের নদীর ধারে অভিযান চালিয়ে রাকিবুল ইসলাম ও রাজনকে আটক করেন। পরে তাদের স্বীকারোক্তিতে একই গ্রামের সবকুল আলীর জামাইয়ের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৮টি রাউন্ড গুলি ও ২৭ টি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। যৌথবাহিনির অভিযান টের পেয়ে বাড়ির মালিক লাবলু পালিয়ে যায়।

গাংনী থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যুবলীগ নেতা রাজন ও রাকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে এলাকায় চুরি ডাকাতিসহ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের অভিযোগ রয়েছে। তারা একাধিকবার পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন। দুজনেই একাধিকবার জেল খেটেছে।
মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের অধিনায়ক লে: কর্ণেল নাবিল আহমেদ এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, আটকদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজ কুমার নন্দী জানান, এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। দুপুরে আসামিদের আদালতে পাঠানো হবে।

ফরহাদ হোসেনের রাজনীতি ছিল প্রশাসন ও পুলিশ নির্ভর!

৫ আগস্ট সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশ ছেড়ে যাবার পর থেকে হদিস নেই সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও তার পরিবারের সদস্যদের। অনেকেই ধারনা করেন তিনি সীমান্ত ফাঁকি দিয়ে ভারত পালিয়েছেন। তবে প্রথম দিকে গুঞ্জন উঠেছিলো কানাডায় পালিয়েছেন। তবে তিনি কোথায় কেউ জানেন না। সরকার পতনের দিনই বিক্ষুব্ধ জনতা তার মেহেরপুরের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফরহাদ হোসেন ও তার পরিবার জেলার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছিলেন। নিজ দলের দুর্দিনের রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের কোনঠাসা করে, চাটুকার, দুর্নীতিবাজ, পরিবার ও আত্মীয়স্বজন নিয়ে তিনি জেলার আওয়ামী রাজনীতি, বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের টেন্ডার, পন্য সরবরাহ ব্যবস্থা, সরকারি অফিসসমূহের নিয়োগ, বদলি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার একক কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। জেলার শিল্প, সাহিত্য, ক্রীড়া, সংস্কৃতি অঙ্গনেও থাবা বসান।

জেলা শিল্পকলা একাডেমি, পাবলিক লাইব্রেরি, ক্রীড়া সংস্থা, ডায়াবেটিস হাসপাতালসহ, প্রেসক্লাব সর্বত্র তিনি নিজের অযোগ্য লোকদের বসিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রায় ধ্বংসের পথে নিয়ে যান। তার এসব অপকর্মের সহায়ক ছিলেন জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণ। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তার বিরোধী বলয়ের কিংবা ভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের স্বাভাবিক প্রবেশাধিকার ছিলনা। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিতেও বারণ করা হতো। তিন খলিফার সাথে পরামর্শক্রমে প্রশাসন চালাতেন সাবেক ডিসি আতাউল গণি, ড. মনসুর আলম খান ও বর্তমান ডিসি শামীম হাসান। পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক ও জেলা আওয়ামীলীগ যুগ্ম সম্পাদক ইব্রাহিম শাহীনদের নিয়ে ডিসির ছাদের গোলঘরে নিয়মিত অফিস শেষে সভা বসত। গত নির্বাচনের আগ মুহুর্তে অবশ্য হাসানুজ্জামান মালেকের সাথে মন্ত্রীর দুরত্ব বাড়ে, তাই এক খলিফা বাদ নতুন খলিফা শ্বাশ্বত নিপ্পনের আবির্ভাব হয়। এখান থেকে নানা পরিকল্পনা হত। ব্যতিক্রম ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম। তিনি পূর্বসূরিদের অনুসরণ না করে ডিসি অফিসকে দল, মত নির্বিশেষে সবার

https://youtu.be/_xScWUFlbRc?si=mwQgzbq2fRUe_ZCj

মিডিয়ায় প্রচার করতো। তার বিরোধের জের বিশেষত গাংনী আসনের এমপি শহীদুজ্জামান খোকন, সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ইয়ারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম, সদর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন ও কয়েকজন ইউপি চেয়ারম্যানের কার্যক্রমে তার অযাচিত হস্তক্ষেপের কারনে দ্বন্ধ বিরোধের সৃষ্টি হয় ও জেলার সার্বিক উন্নয়ন ব্যহত হয়। প্রশাসন ও পুলিশ নিরপেক্ষ হওয়ার প্রেক্ষিতে জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এবং তার পরিবার ও আত্মীয়কেন্দ্রিক রাজনীতি কোথাও দেখা যাচ্ছেনা।
সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ঘুষ বাণিজ্য, নিয়োগ বাণিজ্য, অনলাইন জুয়ার পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে মেহেরপুর প্রতিদিন সংবাদ প্রকাশ করবে। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান শেষ পর্যায়ে। চোখ রাখুন মেহেরপুর প্রতিদিনে।

দামুড়হুদায় যুবলীগ নেতা জাহিদুলের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

দামুড়হুদায় মারামারির ঘটনায় আহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে যুবলীগ নেতা জাহিদুল এর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করলো চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ।

আজ শুক্রবার বেলা ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

জানাগেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৫ টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখত বক্তব্য পেশ করেন দামুড়হুদা উপজেলার সদর খাঁ পাড়া গ্রামের মতলেব আলী’র ছেলে আব্দুর রহিম। সংবাদ সম্মেলনে

আব্দুর রহিম বলেন, আমি যুব রেড ক্রিসেন্ট সৌসাইটির দামুড়হুদা উপজেলা যুব প্রধান হওয়ার কারণে বিভিন্ন সময়ে দূর্নিতী ও মাদকের বিরুদ্ধে সভা-সেমিনার করার কারণে ইয়াবা ও ফেন্সী সম্রাট জাহিদুল ইসলাম ইয়াবাসহ ধরা পড়ে। সেখানে মাদক সেবনের কারণে তাকে জেল ও জরিমানা করা হয়। তারা সন্দেহ করে যে, আমি আব্দুর রহিম তাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছি। এরই ধারাবাহিকতায় জাহিদুল মেম্বার ও তার ভাই তালেবের নেতৃত্বে আমাকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে তুলে নিয়ে যাবার সময় আমার পিতা মতলেব আলী, ছোট ভাই আব্দুল করিম, বড় ভাই আব্দুর রহমান বাধা দিলে আমাদের সকলকে, রামদা ও দেশি অস্ত্র নিয়ে আমাদেরকে এলোপাতাড়িভাবে কুপায়। এক পর্যায়ে আমার বড় ভাইয়ের মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া সকলে পলিয়ে যাই। পরে এঘটনায় আমার ছোট ভাই আব্দুল করিম বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করে। এরই সুত্র ধরে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের একটি দল যুবলীগ নেতা জাহিদুল মেম্বার কে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সামনে থেকে গ্রেফতার করে দামুড়হুদা মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। তাকে গতকালই চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুতে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ভায়না ইউনিয়ন ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক শিখরকে মারধরের ঘটনায় বিএনপির এক সমর্থককে কুপিয়ে আহত করেছে আওয়ামী লীগ সমর্থক নেতাকর্মীরা।

এ ঘটনার জেরে উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামে অন্তত অর্ধশতাধিক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও সমর্থকদের বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে। লুটপাট করা হয়েছে শতাধিক বাড়িঘরের আসবাবপত্র, নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার ও গরু ছাগল। বিএনপি সমর্থকরা এসব ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে বলে দাবি

বলেও দাবি করেন তিনি।

এদিকে খবর পেয়ে বেলা সাড়ে বারোটার দিকে ঘটনাস্থলে যান সেনাবাহিনীর সদস্যরা। তারা গ্রামের লোকজনের সাথে কথা বলেন। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে উভয়পক্ষকে আহব্বান জানান।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ জিয়াউর রহমান বলেন, খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে ওই এলাকার পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। কোনো পক্ষ থানায় মামলা বা অভিযোগ দেয়নি। তবে অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় আলী মুনছুর বাবুসহ ৬৯ জনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা

দামুড়হুদার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাব, কেরু এ্যান্ড কোম্পানির সিবিএ নেতা সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ ছেলে সৌমিক হাসান রুপমসহ ৬৯ জনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধায় দর্শনা পরানপুর গ্রামের মসজিদপাড়ার জহির উদ্দীনের ছেলে রবিউল ইসলাম বাদি হয়ে দর্শনা থানায় ৬৯ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ৮০/৯০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

মামলাসুত্রে জানাগেছে, গত ০৭-১২-২২ সালে স্বৈরাচার আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় দর্শনা পরানপুর মসজিদপাড়ায় আমার বাস ভবনের সামনে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। আমি একজন সাধারণ নাগরিক। গত ০৭/১২/২০২২ ইং তারিখে সন্ধা আনুমানিক ৭টার দিকে আমার নিজ বাড়ী ১নং আসামীর নির্দেশে এবং হুকুমে ২নং ও ৩নং আসামী আমাকে হত্যার উদ্দেশ্য আমার বাড়ীতে আসামীদের হাতে থাকা আগ্নেয়াঅস্ত্র দিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি বর্ষন করে এবং বেশ কয়েকটি ককটেল বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আমার বাড়ীতে থাকা নগদ ৭০হাজার টাকা এবং আমার

স্ত্রীর ব্যবহার করা দুই ভরি পরিমাণ স্বর্ণের গলার চেইন ও হাতের বালা ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং আমার স্ত্রীকে মারধর করে। সেই সময় আমার জীবন রক্ষার্থে আমার বাড়ী থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসীদের হাতে থাকা আগ্নেয়াঅস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্র রামদা, চাপাতি, দিয়ে আমাকে ধাওয়া করে আমি কিছু দূর পালিয়ে যাওয়া অবস্থায় পড়ে যায়।

পরে সন্ত্রাসীরা আমাকে ধরে ফেলে আমাকে হত্যার উদ্দেশ্য ১নং আসামীর বাস ভবনে নিয়ে শারিরিকভাবে নির্যাতন করে এবং অমানুষিক ভাবে রাতভর নির্যাতন করতে থাকে। নির্যাতনের কারণে আমি অজ্ঞান হয়ে যায় এরপর আমার জ্ঞান ফেরার পর দেখি আমার ডান ‘পা’ ভেঙ্গে গেছে। এবং ১নং আসামীর বাস ভবনে আমার পরিবারের লোকজন আমাকে উদ্ধার করতে গেলে আসামীরা পা ভাঙ্গা অবস্থায় আমাকে ০৮/১২/২০২২ তারিখ সকালে দর্শনা থানায় পুলিশের কাছে দেয় এবং পুলিশ আমাকে মিথ্যা মামলা দিয়ে চুয়াডাঙ্গা কোর্টে সোপর্দ করে। দীর্ঘদিন যাবৎ কারা ভোগ করি। আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হয়রানি, নির্যাতন ও জীবন নাশের হুমকি ও আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতার কারণে আমি এজহার ও মামলা করিতে সাহস পায়নি।আজ ২৭ আগষ্ট মঙ্গলবার সন্ধায় দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করি।

মামলার এজাহার ভুক্ত আসামীরা হলেন- দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু, ফারুক হোসেন, মোঃ মুন, আব্দুল হান্নান ছোট, মোঃ মিঠু, মোঃ রাসেল (৩৫), অপু (৩৫), জয়নাল আবেদীন নফর (৪৭), মোঃ মাসুদুর (৬০), মোঃ মোটা সাইদ (৪৫), মোঃ মিল্লাত (৩৫), শরিফুল ইসলাম (৩৫), মোঃ দাউদ (৩৫), মোঃ ডালিম (৪০), খাইরুল (৪০), পিতাঃ হাশেম, সাং- ঈশ্বরচন্দ্রপুর, ১৬। মোঃ রাশেদ (৪০), পিতাঃ আমির, সাং- ঈশ্বরচন্দ্রপুর, ১৭। লাল্টু (৪২), পিতাঃ মৃত লুৎফর রহমান, সাং ইসলাম বাজার, ১৮। মোঃ সৌমিক হাসান রুপম (৩৭), পিতাঃ মাসুদুর রহমান মাসুদ, সাং- কেরু মিল পাড়া, ১৯। মোঃ জুয়েল (৩৮), পিতাঃ দুলাল, সাং- ইসলাম বাজার, ২০। মোঃ শরীফ (৫০), পিতাঃ কালু কসাই, সাং- চটকাতলা, ২১। আব্দুল জলিল (৫৫), পিতাঃ অজ্ঞাত, সাং- দর্শনা, আজমপুর, ২২। মোঃ রানা (৩০), পিতাঃ আমির হোসেন, সাং- মোবারক পাড়া, ২৩। মোঃ আক্তার (৩০), পিতাঃ মৃত হানিফ, সাং- মোবারক পাড়া, ২৪। মোঃ আশিক (২৮), পিতাঃ ইমারত, সাং- মোবারক পাড়া, ২৫। মোঃ মারুফ বিল্লাল (জিসান (২৫), পিতাঃ অজ্ঞাত, সাং- মোবারক পাড়া, ২৬। মোঃ ইকবাল (৫৫), পিতাঃ জমির, সাং- মেমনগর, ২৭। মোঃ

(২০), পিতাঃ মৃত- মনজু, সাং- দর্শনা থানা পাড়া, ৬৪। আশরাফুল ইসলাম (৪২), পিতাঃ খাদিমুল হক, সাং- কেনা প্রাইমারি স্কুল পাড়া,
৬৫। নাসির (৪৫), পিতাঃ ফৌজো, ৬৬। আজিজ ড্রাইভার (৬০), পিতাঃ অজ্ঞাত, উভয়সাং আনোয়ারপুর, ৬৭। গোলাম ফারুক আরিফ (৫৫), পিতাঃ মৃত মজিবর রহমান, সাংৎ দর্শনা ইসলাম বাজার, ৬৮। সান্টু (৫৫), পিতাঃ মৃত বাদশা, সাং- কেরু হাসপাতাল পাড়া, ৬৯। রহমান (৪৫), পিতাৎ মৃত রওশন কাসারী, সাং- ইসলাম বাজার, সর্ব থানা- দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ওসি তদন্ত শফিউল ইসলাম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন এ বিষয়ে দর্শনা থানায় একটি এজহার দাখিল হয়েছে।

মেহেরপুরে আ.লীগ নেতা মোমিনসহ ৫১ জনের নামে ২টি মামলা

মেহেরপুরে বিএনপি কর্মী মোঃ আশরাফুজ্জামানের বাড়িতে হামলা, লুটপাট, সন্ত্রাসি কর্মকাণ্ডের অপরাধে সদর আ’লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলামসহ ৫১ জন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে পৃথক ২ টি মামলা দায়ের হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (২৭ আগষ্ট) দুপুরে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট-১ শারমিন নাহারের আদালতে মামলা ২টি দায়ের করা হয়। আদালত মামলা আমলে নিয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এফআইআর ভুক্ত করার নির্দেশ দেন।
মামলার অপর আসামীরা হলেন, স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মী জেলহার হোসেন, কাওছার আলী, মিলন শেখ, ওমর আলী, মামুন শেখ, সিরাজ মিয়া, হিয়া শেখ, শফিকুল ইসলাম, ইন্তু মিয়া, রিন্টু মিয়া, মামুন কারিকর, শামিম রেজা, আবু রাসেলসহ অন্যান্যারা।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৩ সালের ১৯ ডিসেম্বরে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা রাতের বেলায় হঠাৎ বাড়িতে আক্রমন করে। বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে আমি, আমার স্ত্রী সন্তান, বাবা মাকে নিয়ে এলাকা ছেড়ে চলে যায়। এসময় তারা বাড়িতে লোহার ফটকটি ভেঙ্গে ঘরের

ভিতরে প্রবেশ করে আসবাব পত্র সব নিয়ে যায়। ঘরের দরজা জানালার লোহার গ্রিল ভেঙ্গে নিয়ে যায়। আলমারি ভেঙ্গে নগদ টাকাসহ মুল্যবান স্বর্নের গহনা নিয়ে যায়। তৎকালিন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে থানা এ ব্যাপারে কোন মামলা নেয়নি। দির্ঘদিন থেকে তারা নানা অজুহাতে হয়রানি, মামলা করে আসছে। তাদের সন্ত্রাসি কর্মকাণ্ডের জন্য নিজের বাড়িতে অবস্থান করা সম্ভব হয়নি। এমনকি বাড়ির গরু ছাগল, হাস মুরগিও ছাড় পাইনি। যাওয়ার সময় লেপ তোশক, আসবাব পত্র, পোশাক আশাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেই।

মামলার বাদি পক্ষের আইনজীবী মারুফ আহমেদ বিজন মামলার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আদালত মামলা আমলে নিয়ে সদর থানার ওসিকে এফআইআর নথিভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ডিবির হাতে হাসানুল হক ইনু আটক

১৪ দলের অন্যতম শরিক জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী হাসানুল হক ইনুকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।

আজ সোমবার (২৬ আগস্ট) রাজধানীর উত্তরার একটি বাসা থেকে তাকে আটক করা হয়। ডিবির গুলশান বিভাগের উপ কমিশনার কাজী জিয়া উদ্দিন গণমাধ্যমকে জানান, ইনুর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। যে কোনো একটা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হবে।

সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক জোট কেন্দ্রীয় ১৪ দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা। এর আগে গত ২২ আগস্ট কেন্দ্রীয় ১৪ দলের আরেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেননও গ্রেপ্তার হন।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র জনতার তীব্র গণ আন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। এর মাধ্যমে তার সাড়ে ১৫ বছরের শাসনের অবসান হয়। তিনি বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন।

সরকারের পতনের পর শেখ হাসিনাসহ সাবেক মন্ত্রী–প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা–কর্মীদের নামে বেশ কয়েকটি হত্যা মামলা হয়েছে।

১৪ দল নেতা রাশেদ খান মেনন ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুর নামেও হত্যা মামলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালেও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার মন্ত্রীসভা সদস্যদের নামে গণহত্যার অভিযোগ করা হয়েছে।

এসব মামলায় এরই মধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন ক্ষমতাচ্যুত সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী–প্রতিমন্ত্রী। এর মধ্যে আছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী দীপু মনি, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সাবেক পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, সাবেক ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু এবং সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাঈদ আহমেদ পলক এবং সাবেক উপমন্ত্রী আরিফ খানসহ অনেকে।

সূত্র: ইত্তেফাক

মেহেরপুরে জনপ্রশাসন মন্ত্রীর রাজত্বে চরম শূন্যতা

জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের মেহেরপুরের বাড়ি এখন জনশূন্য। দুর্দান্ত প্রতাবশালী ফরহাদের বিরুদ্ধে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন তার নিজ আসনের সব শ্রেণির মানুষ।

গত ৫ আগস্ট দুপুর পর্যন্ত শহরের প্রাণকেন্দ্রে মন্ত্রীর বাড়ির সামনে কাঠাতিনেক খোলা জায়গা ছাড়িয়ে বাইরে প্রধান সড়কের পাশে অগণিত প্রাইভেট কার, মোটরসাইকেলের সারি থাকতো। মন্ত্রীর কারণে বাড়িটিতে কোন রাত নামতো না। দলীয় কার্যক্রম ছাড়াও সামাজিক কার্যক্রম আর দেনদরবারের নারী পুরুষের ভিড় লেগে থাকতো। বাড়িটিতে হাজিরা না দিলে মন্ত্রীর আস্থা হারিয়ে যেত। জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসনসহ সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীও হাজিরা দিতে বাধ্য হতেন। নাহলে তাকে হতে হতো হয়রানীর শিকার।

বলেন, দির্ঘ প্রায় দেড়যুগ সবকিছু হয়েছে মন্ত্রীর ইচ্ছামতো, পদ বণ্টন হয়েছে মন্ত্রীর স্বজনদের মধ্যে। দলের কোন নেতা-কর্মীকে মূল্যায়ন করা হয়নি। আমরা সর্বশক্তিমানের কাছে বিচার প্রার্থণা করে আসছিলাম। প্রকৃতিই তার প্রতিশোধ নিয়েছে।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির কার্যালয় পোড়ানোর মামলায় ৪ আসামি আটক

গত ৪ আগস্ট ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয় পোড়ানোর মামলার ৪ আসামিকে আটক করেছে র্যাব-৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের আভিযানিক দল।

আজ রবিবার (২৫ আগস্ট) সদর উপজেলার গোয়ালপাড়া বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব-৬।

আটককৃতরা হলো, গোয়ালপাড়া গ্রামের নুর মোহাম্মদের ছেলে মোঃ অসিম হোসেন (৩৫), পৈলানপুর গ্রামের মৃত শমসের মোল্লার ছেলে আজাদ মোল্লা(৪০), নারায়ণপুর গ্রামের লিয়াকত মোল্লার ছেলে স্বপন মোল্লা (৪২) ও চুয়াডাঙ্গা গ্রামের মৃত আত্তাব উদ্দিনের ছেলে সাজিজুল ইসলাম সাজে (৩৪)। সাজিজুল ইসলাম সাজে সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। আটককৃতদের সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব।

এর আগে গতকাল শনিবার এই মামলায় র্যাব অভিযান চালিয়ে সদর উপজেরার মধুহাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আলমগীর আজাদ সম্রাটসহ ৬জনকে আটক করে থানায় সোপর্দ করে।

গাংনীতে খালেক ও আহম্মেদ আলীসহ ৩৭ জনের নামে মামলা, অজ্ঞাত আরো ১০০ জন

মেহেরপুরের গাংনীতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের উপর হামলার ঘটনায় সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মী গাংনী পৌরসভার চৌগাছা গ্রামের জুলফিকার আলীর ছেলে রেজানুল হক ইমন (২৫) বাদী হয়ে ধারা ২০০৯ সাল (সংশোধনী/২০১২) এর সন্ত্রাস বিরোধী আইনের ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)(ক)/৭(৬)(খ)/১০/১১/২/১৩ ধারায় বিজ্ঞ “সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদালতে” মামলাটি দায়ের করেন। গাংনী থানার মামলা নং-১১, তারিখ-২০/০৮/২০২৪ মামলাটি আমলে নিয়ে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মঞ্জুরুল ইমাম গাংনী থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে মামলাটি এফআইআরভ’ক্ত করা হয়েছে। আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মামলায় প্রধান আসামি করা হয়েছে গাংনী বাসস্ট্যান্ড এলাকার তোতা মিয়ার ছেলে ছাত্রলীগ কর্মী তন্ময়।

মামলার অন্যান্য আসামিরা হলেন, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কসবা গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে বিপ্লব হোসেন (৩০), সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শিশিরপাড়া গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে জীবন আকবর (৩০), গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ধর্মচাকী গ্রামের মৃত ইসমাইলের ছেলে শাহিনুজ্জামান (২৫), চৌগাছা গ্রামের হান্নানের ছেলে ছাত্রলীগ নেতা পিন্টু (২৮), গাংনী মাদ্রাসাপাড়ার খোকন দেওয়ানের ছেলে রেজাউল হক (২৫), গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু (৩৮), চৌগাছা গ্রামের মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে যুবলীগ নেতা মিলন (৪০), জালশুকা গ্রামের জমসেদ আলীর ছেলে ছাত্রলীগ নেতা ওবায়দুল (২৫), চৌগাছা গ্রামের মৃত আজিমের ছেলে রকিব(৩৮), থানাপাড়া এলাকার ইব্রাহিম জোয়ার্দারের ছেলে

হাবিবুর(২৮), শিশিরপাড়া গ্রামের খলিলের ছেলে রমজান আলী (৪৫), মৃত মকবুল হোসেনের ছেলে বান্টু (৫০), গাংনী বাজারপাড়া এলাকার মৃত মোজাহার আলীর ছেলে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক (৫৭), মৃত নুর হকের ছেলে গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক (২২), শিমুলতলা গ্রামের হারান মন্ডলের ছেলে রাশি (৪০), জোড়পুকুর গ্রামের ফড়ং এর ছেলে ইমারুল (৪০), খোকার ছেলে ফয়সাল (৪০), ময়নাল হকের ছেলে খোকন (৪৫), হাবিবুর রহমানের ছেলে হাসান (৩৮), গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম (৫০), গাংনী বাজারপাড়া এলাকার হাসেম ফকিরের ছেলে মনি (৪০), হাড়িয়াদহ গ্রামের ইয়ার আলীর ছেলে ও রাইপুর ইউনিয়নের সদস্য (মেম্বর) রাজু আহমেদ (৪০), গাংনী উত্তরপাড়া এলাকার সাবেক ছাত্রলীগের নেতা ও এমপি মকবুল হোসেনের পিএস শাহিদুজ্জামান শিপু (৪০), নওপাড়া গ্রামের কছিমদ্দীনের ছেলে ইয়ারুল ইসলাম (৫০), মুকুল হোসেন (৪৫), গাংনী র্যাব ক্যাম্পপাড়া এলাকার জালাল উদ্দীনের ছেলে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা জুবায়ের হোসেন উজ্জল (৪০), চৌগাছা গ্রামের মৃত জুলহাসের ছেলে উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম মিয়া (৫৫), মেহেরপুর ভূমি অফিসপাড়া এলাকার খবির উদ্দীনের ছেলে তুফান (৫২) সদর উপজেলার বুঁড়িপোতা গ্রামের মো: মামুন (৩৮) ও মো: সুমন (৩৫)।

মামলার বাদি রেজানুল হক ইমন বলেন, আদালতে এজাহার দিলে বিজ্ঞ বিচারক মামলাটি আমলে নিয়ে গাংনী থানাকে এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছেন।

জানা গেছে, গত ৩০ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ঢাকায় আন্দোলন চলাকালীন সময়ে নিহত ও আহত হওয়ার ঘটনায় উপজেলা শহীদ মিনারে মোমবাতি প্রজ্বলন করতে গেলে আসামিরা দেশিয় অস্ত্র নিয়ে তাদের উপর হামলা চালায়।

আসামীগণসহ অজ্ঞাত আরো ১০০ জন অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা পূর্বপরিকল্পিত ভাবে ধারালো রামদা, কিরিচ, লোহার রড, বাঁশের লাঠি সহ এসে ভয়ভীতি, খুন, জখম করার উদ্দেশ্যে হামলা চালায়। তখন আন্দোলনরত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র ও তাদের অভিভাবক এবং জনসাধারণ